papergrid
Date: / /

দলে আছেন, তাঁর
বাঁকসুর, প্রতি বয়সের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা
যে শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল অটুট অমলেন্দুর
সঙ্গে।

আনন্দমঠ দলে লেখার প্রসঙ্গ :—

আনন্দমঠের দলে লেখার প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা
করা যায় উপন্যাসেরই উদ্ধৃতি দিয়ে —

"মহেন্দ্র, আনন্দ আর কালীর। সত্যানন্দ
দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। মঠ আছে শুধু,
তারপর হঠাৎ সত্যানন্দ বসে পড়ে। দিব্যসিংহাসন
করে দাদা উত্তেজনায় বলেছেন —
একটু স্ফূর্তি করা যাক, আনন্দ বলে;
বটলাম দাদা, সবাই লেজ কাটলাম —
তা নাহলে খুব খারাপ লাগত। কিন্তু,
আপনি যাত্রা — তা অ্যাক্টিং বলেননি
ত! আমরা তো শুধুই যাই।"

অসাধারণ ব্যক্তি সিরাজও
সমাজ ও নীতিবিদ্যার গণ্ডিতে বেগানদিগ
গোপন করার চেষ্টা করেননি, যে নিয়মগুলো
অন্যায় ছিলো, যা প্রকৃত সত্য তাকে মেনে
নিয়েছেন, "আমি ছেলেবেলা থেকে বেশ
লোকজন প্রচণ্ড করেছি। যেসব মানুষের
সঙ্গে মিশতাম, তারা তাড়ি, মদ, গাঁজা
থেকে শুরু করে বাঈজী নাচ, দিশি মদ
প্রচণ্ড খেয়েছি।"

মদিত লেখা করা সত্ত্বেও মাতাল হয়নি
বেগানদিগ।

papergrid
Date: / /

মাস্টার থেকে গুন্ডায় পরিণতি:—

'মামামুদগ' উপন্যাসে জানাচ্ছে সনাতন প্রসঙ্গে সাঁওতালপাড়ার কথা। আসামিক অংশ—

"বাতামাটি থেকে কয়—মাইল দূরে—সাঁওতাল পাড়া দলের আজকাল নামডাক ভারি, ওরা একেবারে আধুনিক। ওদের দলে যে ছোকরা আছে সে নাকি সাক্ষাৎ মেয়ে—মোহিনীদের রানি। আছে এক নতুন মাস্টার—ও মলাও তাকে গুন্ডা বলে না লোকে—কিন্তু সে নাকি একেবারে সিনেমা দেখিয়ে আলকাপের আসরে।"

মাস্টার থেকে গুন্ডা হবার বৃত্তান্ত:—

"হয় হয় গুন্ডা সনাতন কি হয়" বলি শুনে চমকে ওঠে সনাতন মাস্টার। ছোকরা সুবর্ণ তার কানে ফিসফিসিয়ে বলে,—আপনার আজ প্রমোশন হল, আর মাস্টার নয়—গুন্ডা।" মামামুদগের পরিসমাপ্তিতেও সনাতনভাবে, "গুন্ডা সাঁবকসাকে বলবে,—চলুন—পনার পাচের দিগ্‌কিয়ে যাই। সুবর্ণর মতো মোহিনী ছোকরা, ফজলের মতো কবে, আপনি গুন্ডাদের রাজা—আর আমি সোনা মাস্টার, হ্যাঁ আমি আপনার সোনামাস্টার হয়েই থাকতে চাই গুন্ডাদাদা।"

যদিও এই উপন্যাস আঞ্চলিকতামূলক কাহিনি, তবুও ভাবসম্পূর্ণ এই বাক্য, সিরাজ মতোই

papergrid
Date: / /

প্রকাশ বেঁচে থাকে। শুধু ঘটনা বা কাহিনী-প্রধান মানিকটি সাহিত্যের রসে রসালো। শুধু মানুষ-গুলিকেই আসল রোমান্সের নায়ক আবিষ্কার করে তাঁদের ব্যক্তিগত পরিণতি। মনে-প্রাণে 'মানুষ'কে বলা যেতেই পারে বাংলার বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ জেলার আলাকদের এক দলিল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কের স্বীকারোক্তি:-

'এমনও দেখেছি শরীর ছিন্ন হয়ে যায়, ষাট হাজার মন্টি ধরে যেন ঢালা ঘুমের মধ্যে একবারও পাশ ফিরে শুইনি। মেয়েদের হৃদয় এক মুখমণ্ডল বিশিষ্ট তরুণ পুরুষের শরীর বিংবদন্তির গোমপরিদের দ্বারা আক্রান্ত দেখেছি, আকাশে মাকড় মাকড় চুল নাড়া দিয়ে আগুনের হুলকার মতো লোকলজ্জার বিস্ফোরণ ঘটেছে। উপন্যাসের পাতায় রয়েছে এ সম্পর্কে সার্বজনীন; 'হামার পিছনে হাত বাড়ি মে কিছু খুঁজোনা, সেমালে বিষম অনর্থ, সেমালো পাপে, ক্ষমাতা।' আবার অন্যত্র রয়েছে নারী ও নারীরূপীর অতিতুলনা, 'সুবর্ণর দেহে একটি অমলা কার্থিন্য আছে ..... যা সিল্ক ধরণের নরমতার একটা ভিন্ন রূপ অথবা এর, এই পেলব কার্থিন্যের স্বাদ অন্যরকম। তা নেশা ধরিয়ে দেয়দেহে। সুধারে সেতলো কিছু? মন — মন নিয়ে কি করবে সনাতন? মনের অনেক জ্বালা।'

সিরাজের আলকাপ দলের ছোকরা ছিলেন সুধীর দাস। আবার বাঁকুড়ার জীবনীকার ও ক্ষ্যাতি তুলসীরঞ্জন মণ্ডল 'মামামুদগো' উপন্যাসের সনাতন চরিত্রকেই মনে করেছেন সিরাজের গুরু।

বাংলা উপন্যাসে আলকাপ প্রসঙ্গ :-

সিরাজের মতো শুধু আলকাপ নিয়েই একটি গোটা উপন্যাস এর আগে বাংলায় কেউই লেখেননি, বিক্ষিপ্তভাবে আলকাপের প্রসঙ্গ এসেছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিতানিক' উপন্যাসে। তবে 'মামামুদগো'র মতো আলকাপের মাধ্যমে সর্বক্ষণ সরিয়ে দাকা, স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে তবেও আসর আঁকড়ে পড়ে থাকা, এমন নিষ্ঠা সেখানে নেই। আলকাপের কথাই সবিস্তারে আছে 'মামামুদগো' এর প্রতি পাতা জুড়ে। 'বিতানিক' উপন্যাসে আলকাপ প্রসঙ্গ এসেছে তবে বিক্ষিপ্তভাবে, মনিষ্ঠ 'মামামুদগো'র পূর্বগামী হিসাবে তার গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। স্বয়ং সিরাজও উপন্যাসের ভূমিকায় এঙ্কার সঙ্গে স্বীকার করেছেন বিতানিকের কথা, এটি উপন্যাসের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ২৩ বছর।

'মামামুদগো' কল্পনির্মাণ :-

'অলীক মানুষ' এর পরে 'মামামুদগো' ই সিরাজের সবচেয়ে পরিচিত উপন্যাস। যখন উপন্যাসটি লেখা হয় তখন উপন্যাসের চরিত্র

panibima6776@gmail.com

papergrid
Date: / /

মীরকাসেম সম্মান:-

মীরকাসেম মালদহ জিলায় প্রথম সম্মান জানায় জঙ্গিপুর সংগ্রামী ১৯৩৩ সালে, মেদনার স্মরণিকায় মীরকাসেমের ছোট্ট জীবনীতে প্রকাশিত হয়। সংগ্রামের সারকগ্রন্থে প্রবন্ধ লেখা হয় মীরকাসেমকে নিয়ে, এসবের মূলে ছিলেন জঙ্গিপুরের উদ্যোগী মানুষ বরুণকুমার রায়।

ঘোষণা:-

আবুল কাশেম, আলিবাগে সিরাজের বন্ধুমুখী ভূমিকা স্বীকার করতে গিয়ে বলেছেন — সিরাজদাই তো অসেল মোমোনদের বাধক, বোলদরে এক: অধিকারী।

১৭৫৩ সালে সিরাজ মসনদ আলিবাগে আসেন, পলাশীর যুদ্ধের নির্দেশ পালন করতে তখন সদ্যবত সিরাজ নিজের নামে একটি আলিবাগের দল গঠন করেছিলেন। সেই সময় পাশের গ্রাম মোকলে ওস্তাদ মীরকাসেম তাঁর দল নিয়ে অনুষ্ঠান করতে আসেন, সিরাজ গেছিলেন দেখতে, কিন্তু উদ্যোক্তাদের পরামর্শে মীরকাসেম সিরাজকেই পার্শ্ব অভিনেতা হিসাবে আসরে নামিয়ে দেন, নির্ধারিত শিল্পী অসুস্থ হয়ে পড়ায়, অভিনয় দেখে মীরকাসেমের প্রশংসা হয় তাঁকে, এরপর আরো কয়েকটি আসরে মীরকাসেম তাঁকে ডাকেন, পরে সিরাজ প্রতিবেশী গ্রাম মাঁগুরাপাড়ার দলে যোগ দেন ওস্তাদ হিসাবে, উদাহরণ আলিবাগে প্রথম বাঁশের বাঁশি ব্যবহার করেন সিরাজই।

papergrid
Date: / /

অন্ধকারের সরল সুবোধ মানুষগুলো পোকার মতো মেলার আলোর দিকে ছুটছে, লক্ষকোটি প্রতিবাতে প্রাণের আসর বসছে। জলকাদা জলাকাদায় টেরা নিটিমে জমেছে চক্ষু দুয়ড়ির লোকেরা, মাতা না, বাতিল ভেসা না, মুমুর না, — সেক আলেকাপ।"

সিরাজের আলকাপ জীবন ও প্রেম প্রসঙ্গ:-

আলকাপের সিরাজ নিজেই জানিয়েছেন — ১৯৩০ এর শেষদিকে তাঁর আলকাপ জীবন শুরু। মুর্শিদাবাদ - বীরভূম - মালদহ - সাঁওতাল পরগনা - দুমকা ঘুরে বেড়িয়েছেন আলকাপ করতে গিয়ে। এর মধ্যে আলকাপ দলের মাধ্যমে ছেকরার প্রেমে পড়েছেন। পরে নিজে গুরুদত্ত হয়েছিলেন, কম ছেকরার সঙ্গে প্রেম সেই সুধীরত্ন পারেনাচারি হয়েছিলেন। ১৯৩০ এ তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ-পনেরো। অপূর্ব মুখশ্রী ও দেহের গঠন। ছেলে বলে কেউই মেনে না, এক লোকের সনকালে বলে ভুল করতে পারে, কিন্তু সিরাজ বলেছেন এর সবটাই মনের, শারীরিক নয়, এ এমন এক ভালবাসা যা কোনো মেয়েকে দেওয়া যায় না। নাগরিক প্রেম, প্রায় ছ বছর এভাবে আসক্ত ছিলেন তিনি, আলকাপের লেখা তাঁর কোটি মানুষের হৃদয় পার, মেদিনী গুরুদত্ত বলেছেন সরকার এই কিশোরের পিছনে ব্যয় করেছেন জীবনের ৪০/৫০ বছর।

জমিদারি দিতে বা কলকাতায় নিতে তাঁরা আপত্তি করেননি। এই কলকাতাতেই অনেকটাই রুচিতেই মুসলমানরা।

সিরাজের 'মামা মুদ্দস' পড়ে বোঝা যায় আলকাপ কিভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক মঞ্চে এসে জাতপাতের বিভেদ ভুলে দিতে পেরেছে, হয়ে উঠেছে এক সর্বজনীন শিল্প।

আলকাপের অবনতি এবং 'মামা মুদ্দস' উপন্যাসে তার প্রসঙ্গ:-

সিরাজ বহরমপুর শহরে অনেকবার আলকাপের আসর করেছিলেন, কলকাতার মতো গ্রামে নয়। শহরে টিকিট বেচে শেষ আলকাপ হলো তাঁর আসর এবং ১৯৬৪ সালে তাঁর কলকাতায় চলে আসার পর আলকাপ তার চরিত্র হারাতে শুরু করে। তার আসরে ৭।৮ বছর ওস্তাদ নাঁকু ও আরো কিছু নবীন ওস্তাদ আলকাপকে অনেকটুকু তুলতে পেরেছিলেন।

অনেকসময় মেলাকে কেন্দ্র করে বসত আলকাপের আসর, এমনিই মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল ঘুমা। সিরাজের 'মামা মুদ্দস' তেও আছে ঘুমার উল্লেখ:-

"গভীর রাতে পলাশীর আমবাগানের নীচে হচ্ছে জুমাতির আসর। হচ্ছে ঘুমাতি অবার বিনোদিনীতে মেলা তৈরেছে। পলাশবাগানের পারমিট। এ

papergrid
Date: / /

প্রেক্ষাপটে নাট্যকারের উপযোগী লোক-সংস্কৃতির বিশেষ কিছু আছে কিনা খোঁজ করতে, তখন সিরাজ আলেকাপের কথা ভাবেন। সিরাজের তেমন মানের লোকশিল্প শিখেছেন — নাট্যকার সংঘের নেতাদের পরামর্শে ও রাজনৈতিক সংবেদনা থেকেই মূলত আলকাপে মজেন।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সালের শরৎকাল অবধি তিনি আলকাপে মজেছিলেন। জীবনের প্রায় ৩০,০০০ মুদ্রা তাঁর কেটেছিল এতে।

আলকাপের প্রবাদপুরুষ বিলাইয় সরকার: 'মামামুদগের' গুণাম বাঁকসা বা বাঁকেসু :-

বিলাইয় সরকার গুরুকে গুণাম বাঁকেসুই বলেন। সিরাজের আদি জৈবনিক উপন্যাস 'মামামুদগ'র প্রধান চরিত্র, যিনি আলকাপকে লোকশিল্পের বানুরা করে তুলেছিলেন। আসরে কথা বলতেন শুদ্ধ বাংলায়। তাতে অনেক তৎসম শব্দ মিশে থাকত। সরকার তুলে দর্শককে অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। সিরাজ তাঁর সঙ্গে বহু আসর মুরেছেন, তাঁর কাছে শিক্ষানবিশি করেছেন। যেহেতু মুর্শিদাবাদ-মালদহের মুসলমানপ্রধান জেলায় আলকাপের প্রচলন বেশি, তাই লোকসংস্কৃতিবিদ নামী সাহিত্যকারও একে মুসলিম চাষীদের গান বলে প্রান্তে ঠেলে দিতে চান। একসময় ঠিক আলকাপশিল্পীদের এক বড়ো অংশই ছিলেন মুসলমান এবং দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যেও মুসলিম সংখ্যাই বেশি থাকত। তা তুলেও হিন্দু-দেবদেবীর

পত্রিকা প্রকাশ :-

জাগরণী নামে হাতেলেখা একটি পত্রিকা বের হোত। প্রথম তাতেই লেখা বেরহয় মুন্সী সিরাজের।

সিরাজের প্রথাগত শিক্ষা :-

বাংলাদেশের সিরাজ গবেষক হামীম কামরুল হুদা কোনো সূত্র উল্লেখ না করেই তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি কলেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেননি, 'মাদারীপুর' উপন্যাসে লেখকের আত্মস্বরূপ সত্যজিৎ চরিত্রটি সম্পর্কে বলেছে — 'লেখাপড়া বেশি শেখার সুযোগ পায়নি। কিন্তু সুযোগ পেলেই বহু দেখে পড়ত। অসম্ভব পড়ত।' এ সম্পর্কে লিখেছেন কবু বিন্নীটিভূষণ দত্ত।

আলকাপ দলে সিরাজ এবং 'মাদারীপুর' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট :-

পঞ্চাশের দশকের অর্ধাংশের বেশি সময় মুন্সী সিরাজের কেটেছে আলকাপে। কবু বিন্নীটিভূষণ দত্ত বলেন, সিরাজ যখন কলেজ ছেড়েছিলেন তখন থেকেই তাঁর মুমুর, আলকাপ, কবিগান, যাত্রাপালা ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ। লোকনাট্য, লোকগান, লোকনৃত্য অবশ্য সিরাজকে বরাবরই আকর্ষণ করত।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে সিরাজ তখন ডেরেভীয় গণনাট্য সংঘের মুর্শিদাবাদ শাখার কর্মনির্বাহী সমিতির সদস্য। তাদের নেতা সুধীন সেন নির্দেশ দিয়েছিলেন, —

পক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং অন্যে ছিল সংগ্রামে সামিল, এবং এই আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে মিশে ছিল দেশের মাটির প্রতি তাঁর গভীর দায়বদ্ধতা, বঙ্গ ঘাতুলতা, সিরাজ অসীবন এই দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেছেন, তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'জলপদ্ম জলপদ্ম', 'গীতাঞ্জলি', 'তখন কুয়াশা ছিল', 'নদীর মতো' কিংবা 'রশ্মির আত্মচরিত' সবত্র তিনি স্বাধীনতা ইতরকালে কতো মানুষ গ্রামবাংলার কথাকেই তুলে ধরেছেন।

১৯৩৪ সালে সৈয়দ মুজতবা সিরাজ মশাল মুর্শিদাবাদ থেকে পাকাপাকি-ভাবে কলকাতায় চলে আসেন তখন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা বাংলা সাহিত্যের হাল ধরেছেন, যাঁদের মধ্যে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলো আর সবকিছুর বিষয় ভাবনাই ছিল নাগরিক, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকাংশ উপন্যাসেই গ্রামীণ বাংলার ছোঁয়া বর্তমান, তিনি খণ্ডিত বাংলার এক অনন্য কাব্যচিত্র নির্মাণের প্রয়াস করেছেন। উপন্যাস - 'নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে' বা একুশে কন্যা বলা যায় সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' সম্পর্কে।

(৫) ঔপন্যাসিক সিরাজের লেখনী-চিন্তা

বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। সেই বিরল কলমশিল্পীদের একজন যাঁদের লেখার ছত্রে ছত্রে জড়িয়ে আছে দেশের মাটি ও মানুষের কথা, মতানুগতিকতার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে তিনি তাঁর উপন্যাসে বলে গিয়েছেন মাটির কথা, দেশের কথা, বিশেষত স্বাধীনতা উত্তরকালে কালে মাতৃগ্রাম বাংলার কথা, গ্রামের মানুষ, তার সমাজ, যুগের কলঙ্ক সমস্ত কিছুকে লেখক একটি সার্থক সমবেদকের মতই উপন্যাসের পাতায় চিত্রিত করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়—

'একালের পাঠক নগরমুখী, ইতিহাসবিমুখ, আর্থনিতিকমুখী নাবিক আধুনিক সাহিত্য শিল্পের মুখ্য লক্ষণ। এই পাঠক প্রকৃতি বোঝে না, সুতরাং গ্রাম বোঝে না। সে ধূসরপাটলী'র প্রকৃতিতে আটকে গেছে। মানুষের প্রাকৃতিক পরিপ্রেক্ষিত বলতে গাছপালা, পশুপাখি বোঝে, গাছের পিরিত, পাখির অখাদ্যের তাবেক নিয়ে মাতামাতি করে।'

মণিহত অনাথা বেতুন গুটি মেলেবাসপুরের তৃণভূমি অঞ্চল, রামাগিরি জীবন সিরাজকে আকৃষ্ট করেছে প্রবলভাবে।
আসলে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের রচনা একসঙ্গে গ্রাম বাংলা, আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে গ্রামীণ ভারতবর্ষের দর্পণ।

আসলে নাগরিক সমাজের সঙ্গে গ্রামের মোকাবেলা না থাকায় সিরাজের